যায়যায়দিন

তারিখ 11 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ২

বুয়েট বন্ধ : কূটকৌশল বলছেন শিক্ষকরা

ঢাবি প্রতিনিধি

শিক্ষকরা কর্মবিরতির হুমকি দেয়ায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘোষণা দেয়। এর আগে গতকালই বুয়েট শিক্ষক সমিতি আগামী তিন দিনের মধ্যে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য পদত্যাগ না করলে আগামী শনিবার থেকে টানা কর্মবিরতি শুরুর ঘোষণা দেয়।

বুয়েটের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১১ জুলাই থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন অবকাশ, রমজান, শবেকদর এবং ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সব শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানান, বুয়েটে কোনো গ্রীষ্মকালীন ছুটি ছিল না, এখনো নেই। বুয়েটের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান ও ঈদুল ফিতরের ছুটি ১১ থেকে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত হওয়ার কথা। এরপর ২৫ আগস্ট থেকে দুই সপ্তাহ পরীক্ষার প্রস্তুতি মূলত ছুটি থাকার কথা রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারকে পাশ কাটিয়ে টানা প্রায় দেড় মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে।

বুয়েট শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বলেন, এটা কর্তৃপক্ষের কূটকৌশল। নিজেদের পদ রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বুধবার সাধারণ সভায় শিক্ষক সমিতি পরবর্তী করণীয় ঠিক করবে।

জানতে চাইলে উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকদের কর্মসূচিতে একদল শিক্ষার্থী অংশ নেয়। আরেক দল শিক্ষার্থী এর বিরোধিতা করে। শিক্ষকদের কর্মসূচিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ও সহিংসতার আশঙ্কা

শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

শিক্ষকরা : বুয়েট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল দুপুরে বুয়েট শিক্ষক সমিতির মৌন মিছিল ও সমাবেশ হয়। বুয়েটের পুরকৌশল ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় মৌন মিছিল। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বুয়েট শহীদ মিনারে গিয়ে তা শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শিক্ষকরা উপাচার্য এস এম নজরুল ইসলাম ও সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানের পদত্যাগে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তারা বলেন, 'এক সপ্তাহব্যাপী চলমান দুই ঘণ্টার প্রতীকী কর্মবিরতিসহ নানা কর্মসূচির পরও বর্তমান উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের অনিয়মের কোনো সুরাহা না হওয়ায় তারা শনিবার থেকে আবারো কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

সমাবেশে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, নিজেদের স্বার্থেই উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য অনিয়ম করেছেন। বুয়েটের অস্তিত্ব রক্ষা এবং সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য তাই তাদের পদত্যাগ করতে হবে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি মাকসুদ হেলালী, যুগ্ম সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আতাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বুয়েটের বর্তমান উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভূতাপেক্ষ নিয়োগ দেয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদ বুয়েট শাখার সভাপতি ও ডেপুটি রেজিস্ট্রার কামাল উদ্দীনকে রেজিস্ট্রার করার উদ্যোগ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দলীয়করণসহ ১৬টি অভিযোগ এনে গত ৭ এপ্রিল থেকে টানা ২৮ দিন কর্মবিরতি পালন করে শিক্ষক সমিতি। সমস্যা নিরসনে প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি কর্মসূচি স্থগিত করে তারা। এরপর দুই মাস পার হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রায় দেড় মাস বন্ধ ঘোষণা করায় দেশের শীর্ষস্থানীয় এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।